প্রশ্ন 3 বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করো।

উত্তর >> ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনো ভাষার নির্দিষ্ট কালের রূপ, গঠন ইত্যাদি আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা যদি একটি কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সংঘটিত হয়, তবে তাকে বলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। এই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—① এই ধারায় আলোচনার জন্য একটি ভাষারই প্রয়োজন, একাধিক ভাষার প্রয়োজন হয় না। ② এই পদ্ধতিতে কোনো ভাষার স্বরূপ, গঠনগত দিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। ③ এখানে ভাষার আলোচনা একটিমাত্র কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে একে এককালিক ভাষাবিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ④ এই পদ্ধতিতে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ, বাক্য-বাক্যাংশ ইত্যাদি বিশ্লেষণের সময় তার অতীত কালের রূপ নির্ণয় করা হয় না, শুধুমাত্র ওইগুলির স্বরূপ ও গঠনগত দিকই বিশ্লেষিত হয়। ⑤ এই পদ্ধতিতে ভাষার বিচিত্র উপাদানকে কল্পনা করা হয় মানবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। কারণ, একটি অঙ্গ অস্পষ্ট বা ভুল প্রমাণিত হলে ভাষার ব্যাকরণগত দিকটিতেও ভুল থেকে যায়।

প্রশ্ন

প্রশ্ন 5 ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লেখো।

উত্তর >> ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনো ভাষার উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা কালক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়, তাকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তা হল— (1) এই পদ্ধতিতে ভাষার বিশ্লেষণ একটি কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কালকে অতিক্রম করে যায়। (2) এই পদ্ধতি দ্বারা ভাষার উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়। (3) ভাষার ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় লিখিত তথ্যপ্রমাণাদি, প্রাচীন পুথি ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। অনেক সময় আবার যুক্তিগ্রাহ্য অনুমানের সাহায্যেও এর প্রাগৈতিহাসিক রূপ গড়ে তোলা হয়। (4) ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আর-এক নাম কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান। কারণ, বর্তমানকে পিছনে ফেলে এর গতি অতীতমুখী। (5) ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত বলে এই ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার একটিমাত্র কালের রূপ বা গঠনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন 8 তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করো। 2+3

উত্তর >> সংজ্ঞা: ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তার উৎস, অতীত রূপ, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা অঙ্কন করা যায়, তাকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা Comparative Linguistics বলে।

>> বৈশিষ্ট্য: তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

① তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মতো ভাষার শব্দ বা ধ্বনির উৎস, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের রূপ নির্ণয় করা হয়।

② মূলত রূপগত বৈপরীত্য, ধ্বনিগত ঐক্য, বিন্যাসগত সাদৃশ্য ও সমতার উপরে নির্ভর করে এই পদ্ধতিতে একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করা হয়।

③ ব্যাকরণগত দিক থেকে ক্রিয়াগত ও রূপগত এবং অর্থগত দিক থেকে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একাধিক ভাষার মূল উৎস নির্ণয় করা হয়।

④ প্রথমদিকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান শুধুমাত্র 'Plilology' বা ভাষাতত্ত্ব নামে পরিচিত ছিল। তখন সেখানে প্রাচীন ভাষার ঐতিহ্য, উপাদান, সংস্কৃতির বিষয়ও খতিয়ে দেখা হত। এখন তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান 'Comparative Linguistics' নামে পরিচিত। অর্থাৎ, এখানে তুলনামূলক পদ্ধতিতে কোনো ভাষার ভাষাগত দিকই বিশ্লেষণ করা হয়।